যুগান্তর

তারিখ 06 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

# শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিন মাস অচল অবস্থা

এসএম ফারুক আহমেদ

জলাবদ্ধতায় ভবদহ অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় তিন মাস অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার ২৪১টি প্রতিষ্ঠান পানিবন্দি হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ১০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মনিরামপুর, কেশরপুর ও অভয়নগর উপজেলার সুন্দলী ইউনিয়নে প্রাথমিক সমাপনী (পিএসসি) মডেল টেস্ট পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় অভয়নগরে ২৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি

স্কুলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় খোলা জায়গায় পাঠদান করছেন শিক্ষিকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুটি কলেজ, তিনটি মাদ্রাসা। মনিরামপুরে ৪০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চারটি কলেজ। কেশবপুরে ৫৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩০টি মাদ্রাসা ও আটটি কলেজ জলাবদ্ধার শিকার হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় তিন মাস ধরে অচলা অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা রাস্তায়, দোকান ঘরের বারান্দায়, ক্লাব ঘরে এবং বাড়ির ছাদের ওপর পরীক্ষা দিয়েছে। বিদ্যালয়সংলগ্ন রাস্তার পাশে দোকান ঘরের বারান্দায় খাটের ওপর টুল দিয়ে হুমড়ি খেয়ে অতি কষ্টে শিক্ষার্থীরা জেএসসির মডেল টেস্ট পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে— জলাবদ্ধতার কারণে যাতায়াতের সমস্যা, বাড়িতে লেখাপড়ার সমস্যা। এভাবেই সেখানকার শিক্ষার্থীরা গত নভেম্বরে জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। শত কষ্টের মধ্যেও সুখবরটা হলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার ফি মাফ ও বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে দিয়েছেন। শিক্ষকরা জানান, শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে দোকান ঘরের বারান্দায় পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। আর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি প্রশ্নপত্র বিতরণ করছে। শিক্ষকরা বিনামূল্যে লেখার খাতা ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সরবরাহ করে ওই পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।
অভয়নগর উপজেলার সড়াডাঙ্গা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার বিশ্বাস জানান, আমরা একটি ক্লাব ঘরে মডেল টেস্ট পরীক্ষা নিয়েছি। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে আমাদের।
অভয়নগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিএম আলমগীর করিব বলেন, জলাবদ্ধতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। জলাবদ্ধতা কেটে গেলেও ক্ষত রয়ে গেছে। ■